

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC AFFAIRS SECTION

TEL: 880-2-55662000

FAX: 880-2-9881677, 9885688

E-MAIL: DhakaPA@state.gov

WEBSITE: <http://bd.usembassy.gov>



Press Release

**ACCOUNTABILITY FOR HUMAN RIGHTS ABUSES IN
RAKHINE STATE, BURMA**

**STATEMENT BY HEATHER NAUERT, SPOKESPERSON, U.S.
DEPARTMENT OF STATE**

October 24, 2017, Dhaka— Burma in recent years has emerged from a half-century of authoritarian rule and undertaken a significant transition to an open, democratic society. The U.S. Administration supports this transition and the elected civilian government as important means to achieve peace, stability, and prosperity in the interests of all peoples of Burma and the U.S.-Burma partnership.

At the same time, we express our gravest concern with recent events in Rakhine State and the violent, traumatic abuses Rohingya and other communities have endured. It is imperative that any individuals or entities responsible for atrocities, including non-state actors and vigilantes, be held accountable. Accordingly, in addition to existing restrictions on our already-limited engagement with Burma's armed forces and our long-standing embargo on all military sales, the United States is taking the following actions in pursuit of accountability and an end to violence:

- Since August 25, we have ceased consideration of JADE Act travel waivers for current and former senior leadership of the Burmese military;
- We are assessing authorities under the JADE Act to consider economic options available to target individuals associated with atrocities;
- Pursuant to the Leahy Law, we find all units and officers involved in operations in northern Rakhine State to be ineligible to receive or participate in any U.S. assistance programs;
- We have rescinded invitations for senior Burmese security forces to attend U.S.-sponsored events;

- We are working with international partners to urge that Burma enables unhindered access to relevant areas for the United Nations Fact-Finding Mission, international humanitarian organizations, and media;
- We are consulting with allies and partners on accountability options at the UN, the UN Human Rights Council, and other appropriate venues; and
- We are exploring accountability mechanisms available under U.S. law, including Global Magnitsky targeted sanctions.

We will continue to support Burma's transition to democracy, as well as efforts to resolve the current crisis in Rakhine State. The Government of Burma, including its armed forces, must take immediate action to ensure peace and security; implement commitments to ensure humanitarian access to communities in desperate need; facilitate the safe and voluntary return of those who have fled or been displaced in Rakhine State; and address the root causes of systematic discrimination against the Rohingya by implementing the Rakhine Advisory Commission's recommendations, which includes providing a credible path to citizenship. We are ready to support these efforts.

=====

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বার্মার রাখাইন রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর এর মুখপাত্র হিদার নোয়ার্ট- এর বক্তব্য

২৪ শে অক্টোবর, ২০১৭, ঢাকা- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বার্মা একটি অর্ধশতাব্দীর কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রযাত্রার দিকে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এই উত্তরণ এবং নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে সমর্থন

করে যার গুরুত্ব রয়েছে বার্মার সকল জনগণের এবং যুক্তরাষ্ট্র-বার্মার অংশীদারিত্বের স্বার্থে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি অর্জনে।

একই সাথে, আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি সাম্প্রতিক সময়ে রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত ঘটনাগুলোর জন্য এবং সহিংস এবং মানসিক নির্যাতন যা রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ সহ্য করেছে। যে যেকোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি এবং পাহারা দেয় নিযুক্ত সদস্যসহ, নৃশংসতার জন্য কেউ দায়ী হলে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা অপরিহার্য। তদনুসারে, বার্মিজ সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের সীমিত পরিসরে কাজ করা এবং দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য সকল রকম সেনা সরঞ্জামাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চলমান নিষেধাজ্ঞাসহ, জবাবদিহিতা এবং সহিংসতা বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- গত ২৫শে আগস্ট থেকে বর্তমান ও সাবেক বার্মিজ সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের জন্য “জেড” অ্যাক্ট ভ্রমণ শিথিলতার সম্ভাবনা আমরা বন্ধ করেছি;
- সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট করে তাঁদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অবরোধের উপায়গুলো নিয়ে ভাবতে “জেড” অ্যাক্টের অধীনে সুযোগগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি;
- “লেহি আইন” অনুসারে, আমরা মনে করি বার্মার উত্তরে রাখাইন রাজ্যের সামরিক কর্মকাণ্ডে যেসব কর্মকর্তা ও ইউনিট জড়িত তাদের কেউ যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রাপ্ত কোন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবে না;
- বার্মিজ নিরাপত্তা বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ যেন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রাপ্ত কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারেন সেজন্য আমরা তাদেরকে ইতোমধ্যে প্রদত্ত আমন্ত্রণ বাতিল করেছি;

- আমরা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলে আহ্বান জানাচ্ছি বার্মা যেন জাতিসঙ্ঘের “ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন,” আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় এলাকায় অবাধ প্রবেশাধিকার দেয়;
- আমরা আমাদের বন্ধু ও সহযোগীদের সাথে জাতিসঙ্ঘ, জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কাউন্সিল ও অন্যান্য যথাযথ অবস্থানে বার্মার জবাবদিহিতার বিষয়ে আলোচনা করছি;
- যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে আমরা জবাবদিহিতার পদ্ধতি খুঁজে দেখছি, যার মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কির (Global Magnitsky) নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

আমরা বার্মার গণতন্ত্রের উত্তরণে সমর্থন অব্যাহত রাখবো, পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যে বর্তমান সংকট সমাধানে কাজ করে যাবো। বার্মা সরকার ও তাদের সামরিক বাহিনীকে, অবশ্যই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে; যে গোষ্ঠীগুলো খুবই প্রয়োজনে আছে তাদের মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন; যারা রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছে অথবা বাস্তবহারা হয়েছে তাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে সহযোগিতা করা; ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতিগত বৈষম্যের মূল খুঁজে বের করা এবং রাখাইন অ্যাডভাইজরি কমিশনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য পথ খুঁজে বের করা। আমরা প্রস্তুত এই প্রচেষ্টার সমর্থন দিতে।

=====